নাবিক কল্যাণ তহবিল

পটভূমি ঃ তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার এর আমলে বিদেশী জাহাজ সমূহে কর্মরত নাবিকদের অবসর কালীণ সুবিধা প্রদানের জন্য ডেফার্ড ক্রেডিট গ্র্যাচুয়েটি স্কীম চালু হয়। উক্ত স্কীম এর অধীনে জাহাজ মীলক এবং নাবিক ইউনিয়ন এর মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পক্ষীয় চুক্তির আওতায় নাবিকগণ জাহাজে চাকুরি কালীন সময়ের জন্য মূল বেতনের ৬% হারে ডেফার্ড ক্রেডিট এবং ১.২৫% গ্র্যাচুয়েটি হিসাবে পান, যা বর্তমানেও যথাক্রমে ৪% এবং ১.৭৫% হারে বলবৎ আছে। উক্ত অর্থ প্রত্যেক নাবিকের নামে আলাদা আলাদা ব্যাংক একাউন্ট রূপালী ব্যাংক লিঃ এইচ. এস. এর শাখার অধীনে সরকারী শিপিং অফিসের বুথে জমা থাকে। ডেফার্ড ক্রেডিট ও গ্র্যাচুয়েটি স্কীম অনুযায়ী একজন নাবিকের সন্তুষজনক চাকুরির পর উক্ত অর্থ পাওযার অধিকারী হয়। কোনো নাবিকের মৃত্যুর পর উক্ত নাবিকের উত্তরাধিকারীগণকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তার জমাকৃত টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

কোনো নাবিক বিদেশে বন্দরে অবৈধভাবে জাহাজ ত্যাগ করলে বা গুরুতর শৃংঙ্খলা বঙ্গের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সিডিসি বাতিল হলে তার অনুকূলে বর্ণিত জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হয় এবং তা প্রদান কারী জাহাজ মালিক পাওয়ার অধিকারী হয়। ১৯৯৮ সালে পলাতক বা শৃংঙ্খলা বঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ২,৫৬৬ জন নাবিক সনাক্ত করা হয়। দোষী সাব্যস্ত নাবিকদের সংশ্লিষ্ট জাহাজ মালিকদের অস্তিত্ব না থাকায় তাদেরকে বর্ণিত খাতের অর্থ ফেরত প্রদান করা যায়নি। আলোচ্য স্কীম এর অর্থ প্রধানত লন্ডন ভিত্তিক কোম্পানী সমূহ প্রদান করেছেন বিধায় লন্ডন ভিত্তিক জাহাজ মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগ পূর্বক দোষী সাব্যস্ত নাবিকদের অনুকূলে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থ নাবিক কল্যাণে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ১৭/০২/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কমিটি এর প্রতিনিধিদের সাথে তৎকালীন নৌ-পরিবহন সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনার পর উক্ত অব্যবহৃত অর্থের ৫০% নাবিক কল্যাণ খাতে এবং ৫০% মেরিন একাডেমি ও নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (NMI) প্রশিক্ষকদের বেতন ভাতা খাতে ব্যবহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

উক্ত প্রেক্ষাপটে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৬/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক চিহ্নিত অবৈধভাবে জাহাজ থেকে পলায়ন বা গুরুতর দোষী সাব্যস্ত নাবিকদের অনুকূলে ডেফার্ড ক্রেডিট ও গ্র্যাচুয়েটি খাতে জমা হওয়া অর্থ **(৬৫৪৩১৩১০)** বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী শাখা চট্টগ্রামে একটি সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখা হয়। ১৭/০৮/২০০০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদ সমেত উক্ত অর্থের পরিমাণ দাড়ায় **৬,৮১,০৮,৭৬০.২৯/-** টাকা। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত একাউন্ট নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক এবং সরকারী শিপিং অফিস চট্টগ্রামের শিপিং মাস্টারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এতদবিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩.১১ কোটি টাকা নাবিক কল্যাণ খাতে এবং ৩.১১ কোটি টাকা প্রশিক্ষকদের বেতন ভাতা খাতে এফ.ডি.আর. (স্থায়ী আমানত) হিসাবে জমা রাখা হয়।

বর্ণিত ফান্ড পরিচালনা করার জন্য ২৮/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ মূলে ০৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি "সীম্যান্স ওয়েল ফেয়ার ফান্ড কমিটি" গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ফান্ড পরিচালনার জন্য Guideline for Conducting the seaman welfare fund প্রণয়ন করা হয়। উক্ত

Guideline এ ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। যাতে মহা-পরিচালক মহোদয় সভাপতি এবং পরিচালক নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর,চট্রগ্রাম সদস্য সচিব । কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ফান্ডের সমুদ্বয় অর্থ এবং মুনাফা/সুদ নাবিক কল্যাণ তহবিল শিরোনাম হিসাবে জমা হয়ে আসছে। বর্তমানে (২৩/০৫/২০১৭) উক্ত ফান্ডের মোট মূলধন (এফ.ডি.আর) ১৩,০০,০০,০০০/- (তের কোটি) টাকা। মুনাফা/সুদ হতে অর্জিত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নাবিক কল্যাণ কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। MLC-2006 এর আওতায় নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাসমুহ বিবেচনায় রেখে সকল ষ্টক হোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে নাবিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা-২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন পূর্বক চুড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নাবিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি

১	**মহা-পরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর,ঢাকা**	**সভাপতি**
২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর একজন প্রতিনিধি	**সদস্য**
৩	**উপ-সচিব (জাহাজ), নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়**	**সদস্য**
৪	**শিপিং মাষ্টার, সরকারী শিপিং অফিস**	**সদস্য**
৫	**বিদেশী জাহাজ মালিক সমিতি এর প্রতিনিধি**	**সদস্য**
৬	**সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ সীফ্যারাস ইউনিয়ন**	**সদস্য**
৭	**পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর ।**	**সদস্য সচিব**